ভোরের কাগজ

তারিখ

পৃষ্ঠা ২ কলাম [illegible]

NOV. 25 2002

২০০৩ সালের পজিটিভ পাননি প্রকাশকরা

মাধ্যমিকের বই সময়মতো পৌঁছানো নিয়ে সংশয়

মানসুরা হোসাইন : ২০০৩ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের পজিটিভ এখনো বেশিরভাগ প্রকাশকদের হাতে পৌঁছেনি। জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কার্যাদেশের শর্ত অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের পজিটিভ বোর্ড থেকে সরবরাহ নিতে হবে বলে উল্লেখ আছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রকাশক জানান, তিনি এ বছরের ১৬ নভেম্বর কাগজের টাকা জমা দিয়েছেন। তারপর থেকে পজিটিভের জন্য দুদফায় আবেদন করলেও এখনো বোর্ড তাকে পজিটিভ দিচ্ছে না বা এ ব্যাপারে বোর্ডের কর্মকর্তারা কোনো সদুত্তরও ও দিচ্ছেন না। তিনি বলেন, কাগজের টাকা জমা দেওয়া মানে হলো পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের আগের সবগুলো ধাপ সম্পন্ন করা। এখন পজিটিভ দেবে এবং প্রিন্টিং-এর কাজ শুরু হবে।

জানা যায়, ১৫ নভেম্বর কাগজের টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হলেও পরবর্তী সময়ে ২১ নভেম্বর এবং আরো এক দফায় সময় বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠ্য পুস্তকের ছাপার কাজ শেষ করতে হবে এবং ১৫ ডিসেম্বর পাঠ্যপুস্তক সমগ্র দেশে বাজারজাত করণের আদেশ রয়েছে প্রকাশকদের ওপর।

প্রকাশকরা জানিয়েছেন, নভেম্বর মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে এনসিটিবি নানা ধরনের টালবাহানা করছে। পজিটিভ না পাওয়া পর্যন্ত কাজ শুরুও করতে পারছি না ফলে আশঙ্কা করা স্বাভাবিক যে, ১৫ ডিসেম্বর সারা দেশে পাঠ্যপুস্তক বাজারজাত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

২০০৩ শিক্ষাবর্ষে ২৭৮টি প্রতিষ্ঠান ৬০টি বইয়ের জন্য লেটার অফ অফারে মুদ্রণের কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই জানে না বইয়ের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে কি না অথবা বইয়ের কভার ডিজাইন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না। অথচ এই বিষয়গুলো বইয়ের বরাদ্দপত্র জমা দেওয়ার আগেই প্রকাশকদের জানার কথা।

লেটার অফ অফারে মুদ্রণের কাজ পাওয়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রকাশক জানিয়েছেন, বরাদ্দপত্রে বইয়ের মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

মাধ্যমিকের বই সময়মতো পৌঁছানো

● শেষের পাতার পর হবে কি না তা স্পষ্ট না থাকায় তিনি বইয়ের চাহিদা কম করে বরাদ্দপত্রে উল্লেখ করেছিলেন। ফলে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তিনি বলেন, লেটার অফ অফারে উল্লেখ আছে এনসিটিবির নির্ধারিত বই এবং প্রকাশকদের বরাদ্দপত্রের চাহিদা অনুযায়ী বই বরাদ্দ নির্ধারিত হবে। ফলে, এই নিয়মের বেড়াজালে ২৭৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠান এক হাজারেরও নিচে এমনকি ৪০০/৫০০ কপি বরাদ্দ পেয়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠান যারা এক্সেপটেন্স বেশি দিয়েছিল তারা লাভবান হচ্ছে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, কোনো বই যদি ৩৭ দশমিক ৫০ ফর্মার হয় এবং বইটির দাম যদি ৫০ দশমিক ১০ টাকা হয় এবং প্রকাশক যদি ৫৯৫ কপির অর্ডার পেয়ে থাকেন তবে প্রকাশকের প্লেট, কভার পেপার, প্রিন্টিং সব খরচ মিলিয়ে খরচ হচ্ছে প্রায় ৪৩ হাজারের ওপরে। অথচ প্রকাশক বই বিক্রি করে পাবেন মাত্র ২৯ হাজারের মতো। এই বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে প্রকাশকরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কেননা অফসেট প্রিন্টিং-এর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ হাজার কপির মুদ্রণ দর একই ধরা হয়ে থাকে।

বেশ কিছু প্রকাশক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ব্যবসায় লাভ তো দূরের কথা এখন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য নিজের পাওয়া কাজ বড়ো কোনো প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি। তারা আরো বলেন, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বই মুদ্রণের কাজ করছে মূলত গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রক্রিয়ায় লাভবানও হচ্ছে গুটিকয়েক ব্যক্তি। বিশেষ মহলের সঙ্গে আতাত থাকার কারণেই তারা সুবিধাগুলো হাতিয়ে নিচ্ছেন। পজিটিভের ব্যাপারেও প্রকাশকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কেননা খবর অনুযায়ী কিছু সমিতি বা কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই পজিটিভ পেয়েছেন বলে তারা জানান।

পজিটিভ দেওয়া প্রসঙ্গে এনসিটিবির কন্ট্রোলার মোহাম্মদ হোসেন বলেন, এবারই প্রথম প্রকাশকদেরকে বিনা মূল্যে পজিটিভ সরবরাহ করা হবে। প্রকাশকদের ক্ষতি হোক তা এনসিটিবি কখনোই চায় না। তিনি বলেন, সময়মতো সব প্রতিষ্ঠানই পজিটিভ পাবে। পজিটিভের সেটের সংখ্যা কম কি ন এ বিষয়ে তিনি কিছু বলতে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন।